দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষার মান কমে যাওয়ায়

শহর ও গ্রামের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্য ॥ আকবর আলী খান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ 'জাতীয় শিক্ষানীতি এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় ড. আকবর আলী খান বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান কমে যাওয়ায় শহর ও গ্রামের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। বাংলাদেশের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে আরেকটি দেশ। এ কারণে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যেও আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এ বৈষম্য দূর করা না গেলে কখনও জাতীয় উন্নতি আসবে না। বুধবার একটি হোটেলে দৈনিক সমকাল ও বিএসবি ক্যামব্রিয়ান কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দৈনিক সমকাল-এর সম্পাদক আবেদ খানের সঞ্চালনায়

শিক্ষার মান কমে

(১২-এর পাতার পর)

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অজয় রায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক এসআই খান, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, যুগ্ম সচিব মোঃ শফিউল্লাহ, বিএসবি ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশার। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. করুণাময় গোস্বামী।

গোলটেবিল আলোচনায় সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান শিক্ষার মানের ওপর জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষার মানের ওপর জোর না দিলে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাল কিছু পাওয়া যাবে না। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষায় ভাল কিছু পেতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অভিভাবক ও স্থানীয়দের হাতে তুলে দিতে হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাস করার পর জিআরই পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের মান দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, তাহলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বন্ধ করে, ক্লাসরুমে এসএসসি পরীক্ষা না নিয়ে আলাদা জায়গায় পরীক্ষা নেয়ার কথা বলেন তিনি। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী ৮৬০ ঘণ্টা ক্লাস করতে পারবে। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এখনও ভাল মানুষরা খারাপ লোকের হাতে তাড়া খাচ্ছে। সে জন্য শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে আমাদের সবার চিন্তা করা দরকার।

অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটিমাত্র গোষ্ঠীর জন্য হতে পারে না। এ জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে বাতিল করে তাদের সাধারণ শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে দ্রুত ফল পাওয়া যায়। এ জন্য সামরিক বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষা খাতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশ করেন তিনি। পাশাপাশি বার বার সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে শিক্ষা খাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।